54

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

গণশিক্ষা।। লালমনিরহাট স্টাইল

দলমত নির্বিশেষে সবাই কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন

।। মোনাজাতউদ্দিন / গোকুল রায় ।।

মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন মত-পথের রাজনৈতিক দলের সদস্য, ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, বেকার যুবক, উৎসাহী যুবতী, পুলিশ-আনসার, ইমাম মুয়াজ্জিন, শেকড় পর্যায়ে এরা আজ লালমনিরহাটের গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। একদা যা ছিল ডেপুটি কমিশনারের ব্যক্তি উদ্যোগ, তা এখন ব্যাপকতা লাভ করেছে। গোটা প্রশাসনযন্ত্র এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়েছে, জড়িত হয়েছে পুলিশ প্রশাসন, থানা প্রশাসন, শিক্ষা অফিস, জনসংযোগ দফতর, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। লালমনিরহাট শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে কালীগঞ্জ থানার কাকিনা ইউনিয়নের গোপাল রায় গ্রাম ঘুরে দেখা গেল সেখানকার স্কুলগুলোতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস-এর কর্মিদল জারিগান ও নাটক পরিবেশন করছেন শিক্ষার্থীদের জন্যে। পাটগ্রামে মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনরা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মে নেমেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আবার কোথাও কোথাও সমবেত উদ্যোগে কাজ চলছে।

প্রথমদিকে স্কুলগুলো চলছিল স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে, নিজেদের কেনা হেরিকেন ও কেরোসিন তেলে। শিক্ষকরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পড়াচ্ছিলেন। এখনো শিক্ষকরা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন বটে; কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন কমিটি গঠিত হয়েছে তেমনি আবার প্রতিটি কেন্দ্রের জন্যে প্রতিমাসে কন্টিজেন্সি ব্যয় বাবদ দেয়া হচ্ছে ৫০ টাকা করে। এ টাকা খুবই সামান্য। কোনমতেই কুলোচ্ছে না। স্কুলে পঠিত বইগুলো (চেতনা ১ম খন্ড) দেয়া হয়েছে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে। তবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই আসেনি। এসে পৌছায়নি বইটির ২য় খন্ড। কোন কোন এলাকায় শিক্ষার্থীদের জন্যে যে শ্লেট সরবরাহ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন কম, তেমনি আবার মানও খুব ভালো নয়। চট করে ভেঙে যাচ্ছে। সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে স্কুলঘর নিয়ে। অবস্থাপন্ন মানুষের গ্রামগুলোতে ঘর বা বারান্দা মিললেও নদীভাঙা অতি অভাবী গ্রামে স্কুলঘরের প্রকট সমস্যা রয়েছে। অনেক স্থানে খোলা আকাশের নিচে কিংবা বেড়াহীন চালার তলে ক্লাস চলছে। বৃষ্টি বাদলায় স্কুল রাখতে হচ্ছে বন্ধ। চট-মাদুরও মিলছে না। শিক্ষা-সচেতনতার বিপক্ষে এখানে ফতোয়াবাজ কেউ নেই, যারা ফতোয়া দিতে পারেন তারাই হয়ে পড়েছেন কমিটি-জড়িত। কিন্তু কোথাও কোথাও মাতবর টাউটরা বাধা দিচ্ছে লেখাপড়ায়। মানুষ শিক্ষিত-সচেতন হয়ে উঠলে এদের কর্মতৎপরতায় পড়বে বাধা এ রকম আশংকায় শিক্ষার্থীদের হুমকি দেয়া হচ্ছে যাতে তারা স্কুলে না যায়। যেমন কাকিনা ইউনিয়নের গোপাল রায় গ্রামে গুটিকতক টাউট ২টি গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রায় অচল করে দিয়েছে। স্কুলে এলে মারধর করা হচ্ছে, শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। তবে সেখানে উদ্বুদ্ধকরণ কাজ ভালো, যুবকরা প্রতিবাদী, স্কুল পরিচালনা কমিটির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ, সেখানে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার শতকরা ৮০ ভাগের ওপরে রয়েছে।

বিভক্তি কেন?

লালমনিরহাট জেলায় গণশিক্ষা কেন্দ্র এখন ৯৫৯টি। সেখানে 'ইনফেপ' কেবল সদর ও আদিতমারি থানার মাত্র ১১৯টি কেন্দ্রের জন্যে প্রথম দফায় ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে গেছে এ টাকা।

জেলার ৫টি থানার ৯৫৯টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ২টি থানার ১১৯টি স্কুল সরকারি গণশিক্ষা কার্যক্রমের অর্থসাহায্য পাচ্ছে। বঞ্চিত হয়েছে ৮৪০টি স্কুল। সে ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম একটা বিভক্তি ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। লোকজন প্রকাশ্যেই বলছেন 'ওরা টাকা পাচ্ছে আমাদের ঠকানো হচ্ছে।' এলাকা পরিদর্শন ও স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে বোঝা গেল : তারা চাচ্ছেন সদর ও আদিতমারী থানার মতো কালীগঞ্জ হাতীবান্ধা পাটগ্রাম থানার ৮৪০টি স্কুলও গণশিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমের আওতায় আসুক, সরকারি অর্থ সাহায্য পাক।

ঠিক বোঝা গেল না লালমনিরহাট জেলার সবগুলো থানাতেই যখন ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে, প্রশাসন ও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, সেখানে কেবল ২টি থানার ১১৯টি শিক্ষাকেন্দ্র 'ইনফেপ'-এর কর্মআওতাভুক্ত হলো কেন? সবগুলো কেন্দ্র নয় কেন?

সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব, পরিচালক এরা লালমনিরহাটের গণশিক্ষা কার্যক্রমে ভাগ-বিভক্তির ব্যাপারটি এখনো প্রধানমন্ত্রীকে জানাননি। তবে লালমনিরহাটের জেলা ও থানা পর্যায়ের গণশিক্ষা কমিটির সাথে যারা জড়িত, তাদের অনেকেই চাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী লালমনিরহাটে এসে গোটা পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে যান।